শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম
ও
আচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
ফোন—৪১-০২৬০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম
ও
নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

—ঃ গ্রন্থাকার ঃ—

শ্রীসুদর্শন দাস

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস)

Shri Keshabji Gaudiya Math
Kans Tila, Agra Road
Mathura-281001 U.P

শ্রীচৈতন্য-রিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্, কলিকাতা-২৬ হইতে
শ্রীভক্তজন ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং
তৎকর্তৃক ২৯এ/১, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা-২৭ স্থিত
'সারস্বত প্রেস' হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম-পূজ্য শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যদেব
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের
শ্রীকরকমলে—

শ্রদ্ধার সহিত এই
"শ্রীপাট কুলীনগ্রাম ও নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর"
গ্রন্থ প্রদত্ত হইল।

প্রণত :
শ্রীসুদর্শন দাস
(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস)
৭ই ভাদ্র, ১৩৭৯।

প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

(শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে সেবিত বিগ্রহ)

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

(শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে সেবিত বিগ্রহ)

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম

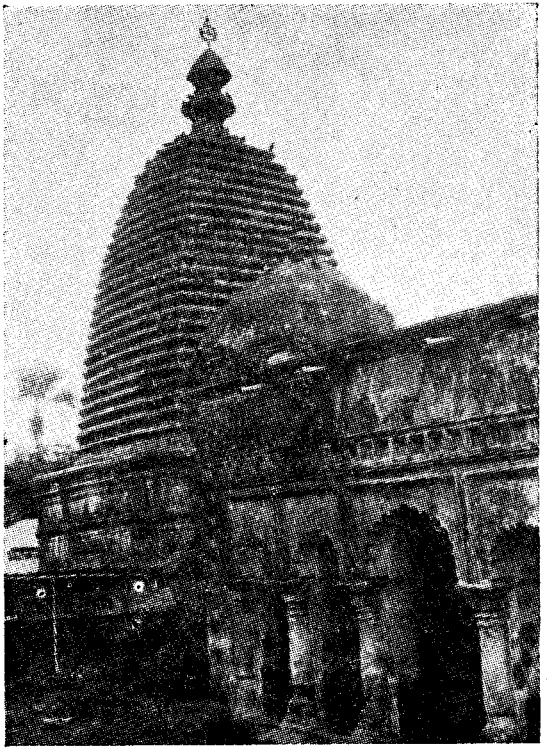

শ্রীগোপাল জিউর মন্দির

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম

Sri Chaitanya Research Institute

Tridandi Swami
Srila Bhakti Vilas Tirtha
Maharaj

Phone : 41-0260
70-B, Rash Behari Avenue
Calcutta-26

30. 8. 72

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যদেবের আশীর্বাদ

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। তথাকার গুণরাজ খাঁন শ্রীমালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অশেষ আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমরা শ্রীপাট কুলীনগ্রামে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমের সেবার সুযোগ পাইয়াছি। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগত বসুবংশীয় সত্যরাজ খাঁন (গুণরাজ খাঁনের পুত্র) তৎপুত্র রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ—"সবেই চৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন।" ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভজন এবং কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। এখানকার "শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়।" এই জন্যই ইহা মহাতীর্থ এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতীব প্রিয়স্থান ছিল। নিউকর্ডের জৌগ্রাম ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তিন মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রমান্তে তথায় যাইতে হয়। রাস্তাটী পাকা না হওয়ায় বাস চলাচলের সুব্যবস্থা এখনও হয় নাই। বর্ষাকালে যাওয়া খুবই কষ্টকর। তজ্জন্য তীর্থরাজ কুলীনগ্রামের বহুল প্রচার হয় নাই।

পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সুদর্শন দাস (সুরেন্দ্রনাথ দাস) বহু চেষ্টায় এই তীর্থ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া "শ্রীপাট কুলীনগ্রাম" ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তমণ্ডলীর একটী বৃহৎ অভাব দূরীভূত হইল। ভক্তগণ নিশ্চয়ই ইহা পাঠ করিয়া প্রভূত লাভবান হইবেন। তজ্জন্য ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ ও টেলি—শ্রীমায়াপুর
নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

Sri Chaitanya Math
P. O. & Tele—Sree Mayapur
Nadia (W. Bengal)
Phone ; SP -36
Date 28. 8. 72

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-কর্তৃক প্রশংসিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীল মালাধর বসু গুণরাজ খাঁর এবং শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে 'গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য'-সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ প্রাপ্ত মালাধর তনয় সত্যরাজ খাঁ ও তৎপুত্র শ্রীরামানন্দ বসুর **আবির্ভাব** স্থান এবং নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এক সময়ের ভজন স্থান শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম—**কুলীনগ্রাম** গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। জৌগ্রাম-রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে এই তীর্থ প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী। এই স্থানে ১। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান, ২। শ্রীমদনগোপাল-মন্দির, ৩। শ্রীরঘুনাথ-মন্দির, ৫। শ্রীগোপেশ্বর শিবমন্দির, ৬। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসুর শ্রীপাট অর্থাৎ আবির্ভাবালয়, ৭। শিবানীমাতার মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধায় এবং উপযুক্ত প্রচারের অভাবে এহেন পবিত্র তীর্থ জনসাধারণের নয়নের অন্তরালে বিদ্যমান। এই সুপবিত্র তীর্থের প্রতি সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ ভক্ত-মণ্ডলীর দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য বর্তমান শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীসুদর্শন দাস (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস) মহাশয় এই তীর্থসম্বন্ধে তথ্যসমূহ সংগ্রহ পূর্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশের যে যত্ন করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অতীব প্রশংসনীয়।

এতৎপ্রসঙ্গে আরও নিবেদন করিতেছি, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমের সেবাভার উক্ত আচার্যপাদের শ্রীহস্তে সমর্পণ পূর্বক ডাঃ শ্রীত্রিগুণেন্দ্রনাথ মিত্র এম, বি মহাশয় সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের প্রচেষ্টায় প্রতি বৎসরই শ্রীতীর্থরাজের মহিমা চতুর্দিকে বিস্তারিত হইবে, সন্দেহ নাই। সুদর্শন প্রভুর মহৎ প্রচেষ্টা শতমুখে প্রশংসনীয়। বর্ষাকালে পথ কর্দমাক্ত হওয়ায় তথায় যাতায়াত খুবই কষ্টকর, কিন্তু শীতকালে তথায় যাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আশা করি, ভক্তমণ্ডলী তীর্থের পরিচয়াত্মক গ্রন্থটী সংগ্রহ করিয়া ইহার মাহাত্ম্যপ্রচারে যত্নবান্ হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ
সম্পাদক, গৌড়ীয়।

Sri Chaitanya Research Institute

Tridandi Swami
Sri B. B. Gobinda Maharaj

Phone : 41-0260
70-B, Rash Behari Avenue
Calcutta-26

30. 8. 72

আমি দেখিয়া সুখী হইলাম শ্রীসুদর্শন দাস কুলীনগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছেন। কুলীনগ্রাম একটী প্রাচীন বৈষ্ণব-তীর্থ—শ্রীচৈতন্যদেবের পরম প্রিয়স্থান। শ্রীমালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণই যে প্রাণের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ইহা স্থাপন করিয়াছেন। এখানে রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁনের আগ্রাহাতিশয্যে গৃহস্থের পরম ধর্ম যে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামসংকীর্তন শ্রীচৈতন্যদেব ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। আবার এই স্থান স্বয়ং মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস এবং বহু সেবাপরায়ণ বৈষ্ণব-গণের পদাঙ্কপূত। শ্রীধামের স্বরূপ গৌরনাম ও গৌরধাম সেবকের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমান সুদর্শনের প্রচেষ্টা শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দ বর্ধন করুক ইহাই একমাত্র নিবেদন।

শ্রীভক্তিবৈভব গোবিন্দ'

কমলেন্দু দাক্ষিত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
এম, এ, তাং ২৬।৮।৭২
W. B. C. S
(S. D. O. Sadar)

যে কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস দেশের প্রতি ধূলিকণাতে লুকিয়ে থাকে। ঐতিহাসিকের ও গবেষকের কাজ হচ্ছে সেই লুপ্ত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা। বাংলাদেশের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রামাণ্য-ইতিহাসের উপাদান আজও প্রচুর পরিমাণে অনাবিষ্কৃত অথচ আমাদের দেশের এক বিরাট যুগের এক উজ্জ্বল অধ্যায় ভাবী কালের মানুষের কাছে বিশেষতঃ পরম ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তা যেমনি আদরের তেমনি প্রেরণাদায়ক। নবদ্বীপের কাছে মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় নিজে পরম বৈষ্ণব-হিসাবে বৈষ্ণবদের পরমতীর্থ কুলীনগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের মহান্ কাজে ব্রতী হয়েছেন দেখে আনন্দ পেলাম। মঠের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সারস্বত-সাধনার দিকেও ফাঁকি দিচ্ছেন না, এটা আজকের যুগে অপরের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হ'য়ে থাকবে, আশা করি। তিনি উত্তরোত্তর এই ধরনের গবেষণামূলক কাজে এগিয়ে যান ও সাফল্য লাভ করুন এটাই আমার শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা।

কমলেন্দু দাক্ষিত

দাশরথি তার মন্তব্য

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস বর্তমানে ঐ মঠের অধিবাসী। তিনি বর্ধমান জেলাস্থিত কুলীনগ্রামের ঐতিহ্য সম্বন্ধে "শ্রীপাট কুলীনগ্রাম" নামে যে পুস্তক প্রণয়ন করছেন তার পাণ্ডুলিপি দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। শ্রীপাট কুলীনগ্রাম পরম বৈষ্ণব-তীর্থ, কিন্তু এ পর্যন্ত তা একান্তই অবহেলিত। শ্রীদাসের পুস্তক প্রচলিত হলে দেশের জনসাধারণ এই তীর্থ সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়ে উঠবেন। তিনি বহু পরিশ্রম করে যেভাবে তথ্য সমূহ সংগ্রহ করেছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করি। কুলীনগ্রামে ৪২টী দর্শনীয় স্থান। বিশেষ করে ঠাকুর হরিদাস যিনি যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ, তাঁর সাধন স্থান এখানে অবস্থিত। তাছাড়া গুণরাজ খাঁন বসুরামানন্দের জন্মস্থান রয়েছে। শ্রীদাস প্রতিটি দর্শনীয় বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে দেশের ধন্যভাজন হয়েছেন। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। গৃহে গৃহে এই পুস্তক রক্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীদাশরথি তা
সম্পাদক, 'দামোদর'
বর্ধমান, ১।১১।৭২

কারণ-প্রদর্শন

দেশে কত ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের লেখায় বহু কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। শ্রীপাট কুলীন-গ্রাম সম্পর্কে লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহস,—সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ প্রবন্ধটি ইতিহাস-আশ্রয়ী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কুলীনগ্রাম স্মরণে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। তাঁহারা ইতিহাস হইতে তত্ত্ব-সাগরের রত্ন-সংগ্রহে অধিকতর যত্নবান্। তথাপি অপটু হস্তে এই ইতিহাস-সংকলনের আগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া এই প্রয়াস।

ঐতিহ্য-সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা এখানে প্রদান করিয়া ধৃষ্টতার কৈফিয়ৎ দিতেছি ঃ—

"ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহারা অর্থশাস্ত্র-বিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতি-হাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থ-সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তি-স্রোতঃ সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ-শৈবালসকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটি স্বাস্থ্য লাভ করিবে।"

"বিজ্ঞাপন" কৃষ্ণ সংহিতা, বাং ১২৮৬

শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ চক্রবর্তী এবং শ্রীপাদ ভক্তজন ব্রহ্মচারী এই পুস্তক প্রকাশে কৃপাপূর্বক বিশেষভাবে সাহায্য করায় আমি তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের—
ঝুলন যাত্রা সমাপন।
শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব
৭ই ভাদ্র ১৩৭৯
শ্রীমায়াপুর।

বিনীত—
শ্রীসুদর্শন দাস
(সুরেন্দ্রনাথ দাস)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম
ও
নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

"গুণরাজ খাঁন কৈল 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।'
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়; অন্যজন রহুদূর॥"
"তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা',' বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন'॥
সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে, "যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঃ ১৫।৯৯—১০৯

"বসু রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজ খাঁন, ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল-কায়স্থ-বসুবংশ-জাত গৃহস্থ-বৈষ্ণব। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য সাধন কি? প্রভু উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্তনই গৃহস্থ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।" তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করিলেন,—"কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম কীর্তন সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণব-সেবন-কার্যটী বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাহার সামান্য (সাধারণ) লক্ষণ কি'? প্রভু উত্তর করিলেন,—'যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য বৈষ্ণব'।" অমৃত-প্রবাহ ভাষ্য, মঃ ১৫।১০২-১০৬

"বহু সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তি-স্বরূপ, ঐশ্বর্যের বশকারী, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনা-স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করে না"। —অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য মঃ ১৫।১১০॥

"অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই-ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥" ঐ ১১১

"সুতরাং গৃহস্থ লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এক কৃষ্ণনাম পরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য সিদ্ধি হয়; 'মন্ত্র দীক্ষিত বৈষ্ণব'কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতা বশতঃ মায়াবাদাদি দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণ নামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব কনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধবৈষ্ণব', গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য—চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১ ॥

"তাঁর উপশাখা, যত কুলীন গ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥"

চৈঃ চঃ আঃ ১০।৪৮

"সত্যরাজ খাঁন—ইনি কুলীনগ্রামের গুণরাজ খাঁনের পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা। কুলীনগ্রামে ঠাকুর হরিদাস চাতুর্মাস্য-কাল বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন এবং বসু-বংশীয়গণকে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন।" তাঁহার ভজন-স্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।"

অনুভাষ্য ১০।৪৮

"কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥
বাণীনাথ বসু-আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য—চৈতন্য-প্রাণধন ॥
প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

চৈঃ চঃ আঃ ১০ পঃ ৮০—৮৩

সত্যরাজ খাঁন ও রামানন্দ বসু গৌরগণোদ্দেশে—

"কলকণ্ঠি-সুকণ্ঠৌ যে ব্রজে গান্ধর্বনাটিকে।
রামানন্দবসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথম্॥"

"যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি সকলেই বসুবংশ-জাত। এই বসুবংশের সকলেই কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন; অদ্যাপি কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা হরিদাস ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধ ভক্ত।"

অনুভাষ্য ঐ ৮০-৮১

"গুণরাজ খাঁন উপাধি—মালাধর বসু বর্ধমানের কুলীনগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধুনা ঐ কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর-থানার অন্তর্ভুক্ত, মেমারী রেলষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেই যে ঐ গ্রাম বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। শুনা যায়, যবন হরিদাস এই গ্রামেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক বা ঈষৎ পূর্ববর্তী মালাধর এই গ্রামে বাস করিয়া মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রাম বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল।"

বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬২১ পৃঃ।

মালাধর বসু—ইনি গৌড়াধিপ হুসেনসাহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই রূপ ও সনাতনকে গৌড় রাজসরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ইঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া হুসেনসাহ ইঁহাকে "গুণরাজ খাঁন" এই উপাধি প্রদান করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম দিয়া মালাধর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন। শুনা যায়, লক্ষ্মীচরিত্র-নামে ইনি আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। গোপীনাথ বসু-নামে হুসেন সাহের অপর এক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পুরন্দর খাঁ-নামে বিখ্যাত। —'সরল বাঙ্গলা অভিধান,-৮৮৯পৃঃ

"গুণরাজ খাঁন, প্রকৃত নাম মালাধর বসু। কুলীনগ্রাম-নিবাসী ভগীরথ বসুর পুত্র, ইনি সরল বাঙ্গালা কবিতায় কৃষ্ণলীলা-অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন, চৈতন্যমহাপ্রভু এই বাঙ্গালা-গ্রন্থের বড়ই সমাদর করিতেন। তাহা চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়। এই গ্রন্থ ১৩৯৫ শকে আরম্ভ ও ১৪০২ শকে সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থকার পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁন' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার প্রিয়তম দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খাঁন। এই সত্যরাজের পুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যমহাপ্রভুর একজন পার্ষদ ছিলেন। কাহারও মতে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই' বাঙ্গলাভাষার আদি গ্রন্থ। কিন্তু আদি গ্রন্থ না হইলেও বাঙ্গালা ভাষার একখানা প্রাচীন গ্রন্থ, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।"—বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ ৪১৪ পৃঃ

"মালাধর এই গ্রামের মাহীনগর-সমাজভুক্ত কুলীন-কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুলজী-গ্রন্থ-মতে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ কায়স্থ আনাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে দশরথ ছিলেন অন্যতম, ইনিই মালাধর বংশের আদি পুরুষ। মালাধর এই আদি পুরুষ হইতে

ত্রয়োদশ পুরুষ। ১৩৪৯ সালের "কায়স্থসমাজ"- (আষাঢ়-শ্রাবণ) পত্রিকায় প্রমথ নাথ ঘোষ "কবি গুণরাজ খাঁ-বংশ"-প্রবন্ধ বহু কুলজীগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া মালাধরের কুলকথা আবিষ্কার করেন। কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ৪০১ চৈতন্যাব্দে (১৮৮৬—৮৭ খৃঃ অঃ) 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' যে প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনা করেন, তাহাতে মালাধরের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু এই বংশতালিকা কুলজী গ্রন্থে প্রচারিত বংশ-তালিকা হইতে কিছু পৃথক্। প্রমথ নাথ ঘোষের মতানুসারে মালাধরের বংশ-তালিকা :—

(১) দশরথ (২) কৃষ্ণ (৩) ভবনাথ (৪) হংস (৫) মুক্তি (৬) দামোদর (৭) অনন্ত (৮) গুণাকর (৯) মাধব (১০) শ্রীপতি (১১) যোগেশ্বর (১২) ভগীরথ (১৩) গুণরাজ খাঁ (মালাধর)। কুলজী গ্রন্থে মালাধর 'গুণরাজ খাঁ-নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। কেদার নাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ বাংলা ১২৯৩ সালে কুলীনগ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে **মালাধরের বংশ তালিকা,—**

(১) দশরথ (২) কুশল (৩) শুভঙ্কর (৪) হংস (৫) মুক্তিরাম (৬) দামোদর (৭) অনন্তরাম (৮) গুণীনায়ক (৯) গুণধর (১০) শ্রীপতি (১১) কৃপারাম (১২) ভগীরথ (১৩) মালাধর (গুণরাজ খাঁ)। এই দুই তালিকায় বিশেষ পার্থক্য আছে। শুধু সাদৃশ্য এইটুকু যে, উভয় তালিকাতেই দশরথ হইলেন মালাধর বংশের আদিপুরুষ এবং মালাধর দশরথ হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।"

মালাধর সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। শুনা যায়, তিনি নাকি বল্লালী-কৌলিন্য-প্রথা অস্বীকার করিয়া পুরুষোত্তম দত্ত-বংশীয় শ্রীপতি দত্তের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মানসিক বলের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি সে যুগের

সমাজে সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার জন্মকাল-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও অনুমিত হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর জন্মের সময়ও জীবিত ছিলেন। সুতরাং **১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"**

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৬২২-২৫ পৃঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন এম, এ, পি, এইচ্-ডি মহাশয় তৎকৃত 'বাংলাভাষার ইতিহাস—নামক গ্রন্থে ৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য প্রমাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

মালাধর বসুর বংশধরগণ-সম্পর্কে-সজ্জনতোষনী ৩য় বর্ষ, ১০ম, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"তাঁহার বংশে যদিও কেহ কেহ বর্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সুবৈষ্ণব বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপ মহদ্‌বংশের এবম্বিধ হীনাবস্থা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিশেষ খেদের উদয় হইয়াছিল।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কুলীনগ্রামে আসিবার কালে "পথিমধ্যে রাণাপাড়া-গ্রামে শ্রীশ্যামাদাস আচার্যের প্রকাশিত ১৬১৪ শকে নির্মিত শ্রীরাধাগোবিন্দজিউর একটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়"—লিখিয়াছিলেন।

সজ্জন-তোষনী।

"কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্মাণ॥

চৈঃচঃ মধ্য ১৪।২৪৮—৪৯

বোলপুরের ব্যাড্‌ভোকেট্‌ শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক পূর্বপুরুষের সেবা 'পট্টডোরী' শ্রীজগন্নাথদেবকে রথযাত্রার প্রাক্কালে দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে "সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম। এক্ষণে জানা গেল, বসু রামানন্দ-বংশধরগণ কেহ আর 'পট্টডোরী' সরবরাহ করেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুরী আশ্রম হইতে উহা সরবরাহ হইয়া আসিতেছে।

মালাধর-বসুর বংশের শ্রীদীনজন-বল্লভ বসু (বোলপুর) মহাশয় জানাইয়াছেন,—দশরথ বসু হইতে পর্যায়ক্রমে (১৩) মালাধর গুণরাজ খাঁন। তৎপুত্র (১৪) কাশীনাথ ও লক্ষ্মীকান্ত-সত্যরাজ খাঁন। সত্যরাজ খাঁনের পুত্র (১৫) আকুমার ব্রহ্মচারী রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ। কাশীনাথের অধঃস্তন (২৪) হরিদাস বসু এড্‌ভোকেট (বোলপুর)। তৎপৌত্র (২৬) কুঞ্জবিহারী। সুতরাং গ্রামের বয়স ৬৫০ বৎসর অনুমান করা যায়।

কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়া-সমাজ রামানন্দ সত্যরাজ খাঁনের নেতৃত্বে পুরীধামে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন।

"কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করেন, রামানন্দ-সত্যরাজ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঃ ১৩।৪৪

গুণরাজ খাঁর পুত্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীপাট কুলীনগ্রামে যে ভাবে অবস্থান করাইয়াছিলেন :—

"গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করি'

দেখিঞা প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস
রহাইল চরণ ধরি'।"

(জয়ানন্দ-চৈতন্যমঙ্গল)

"কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকার (৩য় বর্ষ-১০ম পৃঃ) প্রকাশ করেন—তিনি বাঙ্গালা ১২৯২ অব্দের শীতকালে কুলীনগ্রাম ভ্রমণে গিয়া এই সত্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। গ্রামবাসীর নিকটেও তিনি মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খাঁন এবং সত্যরাজের পুত্র রামানন্দের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই উপরোক্ত প্রমাণ ও এই সাক্ষ্যের বলে সত্যরাজ খাঁন ও রামানন্দকে পিতা পুত্র বলিয়াই মনে হইতেছে।"

(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৬২২ পৃঃ)

"কুলীনগ্রাম—বর্ধমান জেলা, ইষ্টার্ণ রেলপথে নিউকর্ড জৌগ্রাম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্বে—

(১) শ্রীবসু রামানন্দের ভিটা—কুলীনগ্রামের চৈতন্যপুর পটি বা পাড়াতে; বর্তমানে পরলোকগত ভোলানাথ বসুর বাড়ীতে দক্ষিণে ও চৈতন্যপুরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উত্তরে ছিল। এখনও ইষ্টক স্তূপ আছে। ঐ বাসভবনের দক্ষিণে, পশ্চিম ও উত্তর দিকের কতকাংশ গড়খাত ছিল। অদ্যাপি সামান্য সামান্য চিহ্ন আছে। শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামানুসারে স্বীয় বাসভবনের নামকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যপুর।

(২) শিবানী মাতা—এই মূর্তিটি বহু প্রাচীন। পাল-বংশীয় তান্ত্রিক রাজগণের সময়ও ইনি বর্তমান ছিলেন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইবার পর বর্তমানে মৃত্তিকামন্দিরে ইনি সেবিত হইতেছেন। প্রাচীন মন্দিরের দ্বারদেশের উপরিভাগে একটি ইষ্টকলিপি আছে। উহার

অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় পাঠোদ্ধার করা যায় না। উহার মধ্যে "শুভমস্তশকে" এই তিন শব্দ বুঝা যায়। শিবা দীঘি-নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহা শ্রীমদনমোহনের মূল মন্দিরের দক্ষিণে।

(৩) শ্রীজগন্নাথ মন্দির—শ্রীজগন্নাথ, শুভদ্রা, বলদেব এবং ধাতুময় শ্রীরাধাগোবিন্দ ও একটি শালগ্রাম আছেন। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ভগ্ন হওয়ায় তিনিও ঐ স্থানে সেবিতা হইতেছেন।

(৪) শ্রীরঘুনাথমন্দির—মন্দিরের অভ্যন্তর ভগ্ন হওয়ায় বাহিরে জগমোহন মধ্যে শ্রীরাম-সীতা ও শ্রীহনুমানজীর দারুময় বিগ্রহ আছেন। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ভগ্ন হওয়ায় তিনিও ঐ স্থানে সেবিত হইতেছেন।

(৫) শ্রীমদনগোপাল মন্দির—ইহাই এই স্থানের প্রধান মন্দির। বৃহৎ মন্দির, জগমোহন ও নাট্যমন্দির। সম্মুখে পূর্বদিকে শ্রীগোপাল দীঘি-নামে বৃহৎ পুষ্করিণী। সিংহাসন—শ্রীমদনগোপাল, বামে শ্রীমতী রাধিকা, দক্ষিণে শ্রীমতী ললিতা দেবী। পূর্বে প্রভু একক ছিলেন, বহু পরে শ্রীমতীদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন নাড়ু গোপাল, চণ্ডীদেবী, জগদ্ধাত্রী ও ৮টি শালগ্রাম আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি শ্রীধর, ইনি সত্যরাজ খাঁনের পূর্ববর্তী এবং আরও একটি শিলা মহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানের কৃষ্ণদেব আচার্যনামক বর্তমানের সেবকগণের পূর্বপুরুষগণের সেবিত। ঐ স্থানে পৌষ পূর্ণিমা হইতে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব হয়। বসু রামানন্দের বিস্তৃত বংশ বাংলায় ও কটকে বর্তমান আছেন। কুলীনগ্রামে (১) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (২) সত্যরাজ বসু (৩) শ্রীরামানন্দ বসু (৪) শঙ্কর (৫) বিদ্যানন্দ ও (৬) বাণীনাথ বসু প্রভৃতির শ্রীপাট।

(৬) শ্রীগোপেশ্বর শিবমন্দির—শ্রীসত্যরাজ খাঁনের সেবিত একটি

ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ আছেন, উহার নাম গোপেশ্বর শিব। মন্দিরে একটি বৃষ আছে। উহার গলদেশে লিখিত আছে—

"শাকে বিশতি বেদে খে মৌন হি শিবসন্নিধৌ,
খান-সত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং, ময়া বৃষঃ॥"

(৭) **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের (আশ্রম) ভজন স্থান**—শ্রীমদনগোপাল মন্দির হইতে এক পোয়াপথেরও কম দক্ষিণ দিকে। এই স্থানকে। গঙ্গারাম-পটি" বলে। এই স্থানটি বৃহৎ বৃহৎ বকুল বৃক্ষে আচ্ছাদিত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনাশ্রমের পার্শ্বে প্রাচীন বৃহৎ বট বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষতলে যে স্থানে শ্রীহরিদাস প্রভু জপ করিতেন, তথায় একটি বেদী ছিল। ১৭৭৩ শকে বৈদ্যপুরবাসী দীন নাথ নন্দী মহোদয় উহার উপরে একটি ছোট মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের দরজার উপর ইষ্টক লিপি আছে।

ঐ স্থানে নিত্যলক্ষনাম জপকারী শ্রীজগদানন্দ পাঠকের বাড়ীছিল। উঁহার গৃহে হরিদাস ভজন করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহ সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠা করেন—দারুময় বিগ্রহ, মুসলমান ফকিরের বেশ, ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছেন। কুলীনগ্রামে মাকরী সপ্তমীতে ও ভীষ্মাষ্টমীতে উৎসব হয়। মাঘী কৃষ্ণা-প্রতিপৎ হইতে উৎসব আরম্ভ।"

(গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (৪) ১৮৪৫-৪৬ পৃঃ)

কুলীনগ্রামের উত্তরাংশে মিত্র পাড়ায় "কালুরায়" নামক নোড়া-কৃতি এক খণ্ড প্রস্তর আছে। উঁহাই "কালুরায়" নামে খ্যাত॥ পণ্ডিত-উপাধিধারী ডোম-সম্পদায় ঐ বিগ্রহের পূজা করেন। প্রবাদ—উহা বৌদ্ধগণের শূন্য পুরাণমতের ধারক ও বাহক। ঐ পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিয়া থাকেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে 'ধর্ম-পূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর। এই ধর্মের পুরোহিতগণ নিম্ন শ্রেণীর। ধর্মের মন্ত্রের একচরণ এইরূপ "ভক্তানাং স্বরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং।" রামাই পণ্ডিত ডোমজাতীয় ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও পণ্ডিত-উপাধি ব্যবহার করেন। রামাই পণ্ডিত মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিত গণের অভিমত।

বর্তমান "কালুরায়" এর পূজক ডোমজাতীয় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিত, শ্রীভোলানাথ পণ্ডিত ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত। "কালুরায়" এর দিবসে একবার চাউল-কলার ভোগ হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের সময় মেলা হয়। এই পূজারও বিবর্তনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। শক, তাতার, হুন, পুক্কস, পুলিন্দ, খস-আদি জাতি জীবন্ত প্রগতিশীল হিন্দুসমাজ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল।

প্রাক্তন নদীয়া-জেলার স্বরূপনগরের দেবী খাঁনও ঐ বংশের এক বীর সন্তান। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর তিনি সেনাপতি ছিলেন। ঐ বংশেও বহুকৃতবিদ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও সত্যরাজ খাঁন-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, নেতাজী-ভবনে সত্যরাজ খাঁনের বংশধরগণের বিস্তারিত ইতিহাস কুলজী প্রভৃতি রহিয়াছে। মালাধর বসু মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপা সত্যরাজ খাঁনের বংশধরগণ আজও বহন করেন। নেতাজীর পিতা রায় বাহাদুর

জানকীনাথবসু মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

প্রাচীন রাঢ়ভূমি বর্ধমান সম্বন্ধে ব্রহ্মখণ্ড-নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে বর্ধমানের কথা এবং বিশেষ করে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিরচিত "বিদ্যাসুন্দর" উপাখ্যানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। জৈনদিগের মতে মহাবীর বা বর্ধমান স্বামী রাঢ়-দেশের যে অংশে অসভ্যজাতির মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানকেই বর্ধমান বলা হয়। এই জেলায় বহু প্রসিদ্ধ রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। একসময় এই অঞ্চল জৈন পরে বৌদ্ধ-প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামালপুরে এখন যে "ধর্মরাজের" মেলা হয় তাহাও বৌদ্ধ-"বজ্রযানী"-সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবিত। ঐ স্থানে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাগ, মেষ, শূকর প্রভৃতি বলি হয়। রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়। ধর্মের এই তাণ্ডববিভীষিকাপ্রদ। এই অঞ্চলে তান্ত্রিক শাক্ত-ধর্ম, শৈবগণের প্রাবল্য একসময় বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। এখনও তাহার প্রবাহ বন্ধ হয় নাই। জামালপুর ব্যগ্র ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বাগদী সম্প্রদায়ের গ্রাম বলা চলে। পার্শ্ববর্তী বোলপুরেই চণ্ডীবর্ণিত মহারাজ সুরথের লক্ষবলির পীঠ বলিয়া কথিত স্থান এবং বাউলগণের প্রচারও রহিয়াছে।

কুলীন গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের বাসস্থান বলিয়া এই গ্রাম কুলীনগ্রাম-নামে খ্যাত। লোকমুখে প্রচলিত আছে, 'এই কুলীনগ্রাম' 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। একই সময় শ্রীগোপালবিগ্রহ ও শ্রীগোপেশ্বর শিব প্রকাশিত হন। অদূরে গোকুলে (পাড়ায়) গোপগণের বসতি। একদা কুলীনগ্রামে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে কংশ নদী প্রবাহিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন আছে। কুলীনগ্রাম ও গন্তার গ্রামে

পারাপার করিতে কংশ নদীর তীরে খেয়াঘাট ছিল। বসু রামানন্দ কংশ নদীর গর্ভে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর দশভুজা-প্রস্তর মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দেবী এখনও তাঁহার মন্দিরে পূজিতা হইতেছেন। বর্তমান অর্চনকারী শ্রীসিদ্ধেশ্বর অধিকারী মহাশয় কংশনদী এখন বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছে।

কুলীনগ্রামে ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুনিয়র হাইস্কুল ও এই গ্রামের দত্ত-পাড়ায় হাইস্কুল আছে। এই গ্রাম মন্দিরময়-নগরী ছিল। বহু দীঘী পুষ্করিণী এই গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে। বহু বাড়ী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অধিকাংশই প্রবাসে আছেন। দত্তপাড়ার দ্বাদশটি শিবমন্দির বিভিন্ন স্থানে আছে। তাহার মধ্যে এখনও পাঁচটিতে যথারীতি পূজা হয়।

"শ্রীখণ্ড ও কুলীনগ্রাম পশ্চিম বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতির মহাকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যখন জন্মান নি, তার আগে বর্ধমান-জেলার কুলীনগ্রামে গুণরাজ খাঁন বা মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য লিখে ভগবৎ-ভক্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। যবন হরিদাসের সিদ্ধির স্থানও কুলীন গাঁ।"

(পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ৩৮৬ পৃঃ)

"রেনেটি" দক্ষিণে কুলীনগ্রাম রাণীহাটি পরগণার অন্তর্গত, উত্তর রাঢ়ে মনোহরসাহী কুলীনগ্রামের কীর্তনকে "রেনেটি-সুরেয়" কীর্তন বলা হইত। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু "রেনেটি"- সুরের কীর্তনের প্রচারক ছিলেন। বর্ধমান জেলার সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর স্থান।

কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট

হইতে "ডুরি" প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ-তীর্থে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু' (উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক। বসু-পরিবার বৈষ্ণব-ধর্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মালাধর বসুর পৌত্র বসু রামানন্দের নাম বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত। মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধঃস্তন ২৪ পুরুষ; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী। মালাধর বসু গৌড়েশ্বর শম্‌সুদ্দিন্ ইউসুফ্ শাহ্ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ... ...

মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। ১। দশরথ বংশীয় কৃষ্ণ বসু (বল্লাল সেনের সমসাময়িক)। ২। ভবনাথ, ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। শ্রীপতি, ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) মালাধরের উর্ধতম ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খাঁ অধস্তন পঞ্চম স্থানীয়।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৯৯ পৃঃ

দীনেশচন্দ্র সেন

ঠাকুর শ্রীশ্রীল হরিদাসের ভজনস্থলী-সংলগ্ন—ঐতিহাসিক প্রাচীন বট বৃক্ষটী ৮।১০ বৎসর পূর্বে গত হইয়াছে। আশ্রম সংলগ্ন বৃহৎ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ কালজল চিত্তাকর্ষক, ঐ পুকুরের নাম "যমুনা", ভক্ত-বৈষ্ণব ও স্থানীয় জনগণ "যমুনার" জল মস্তকে স্পর্শ করেন এবং অবগাহন-স্নানে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস-আশ্রমরে বর্তমান মন্দির, সেবক খণ্ড, রন্ধনশালা ও সুদৃশ্য প্রাচীর প্রভৃতি ডাঃ শ্রীত্রিগুণেন্দ্র নাথ মিত্র এম, বি, ও তদীয় সহোদর শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়গণের অক্লান্ত নিঃস্বার্থ সেবার ফলেই

সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই উৎসাহ-উদ্যম গ্রামের সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হইবে বলিয়া আশা করা যায়; ডাঃ মিত্র ও তদীয় সহোদর এবং গ্রামবাসী বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধে শ্রীহরিদাস-ভজন আশ্রমের সেবাভার শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্যদেব পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্যপাদের সেবাধ্যক্ষতায় আশ্রমের সেবার উজ্জ্বল্য বিধান হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং আবার কুলীনগ্রাম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এবং ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের শিক্ষার প্রধান প্রচারকেন্দ্র রূপে জন কল্যাণে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

"Kulingram—A large village in the Burdwan Subdivision situated some six miles south of Memari Railway Station. The village is by common rumour a very ancient settlement. In the month of Magh a fair is held here in honour of village diety Gopal and some thousands of people gather yearly to see the image of the God. There is a District Board Dispensary here and a Branch Post Office."

District Hand Book
BURDWAN.

পরিশিষ্ট

কুলীনগ্রামের মিত্র-বংশের আদি পুরুষ কালিদাস মিত্র। বর্তমানে ঐ বংশে ডাঃ ত্রিগুণেন্দ্রনাথ মিত্র ও তৎসহোদর শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাঃ মিত্রের কৃতি পুত্র ডাঃ সৌমেন্দ্রনাথ মিত্র এম, বি ঐ বংশের ২৭ পুরুষ। এই বংশ এইগ্রামে আনুমানিক ৫৫০ বৎসর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারাও কান্যকুব্জ হইতে আগত। কুলীন কায়স্থ ঘোষ বংশের বর্তমান শ্রীসতীন্দ্র নাথ ঘোষ দীং আছেন। অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করা যায় নাই। কমলাক্ষ বসুরায়ের বাড়ীতে শ্রীভুবনেশ্বরী বিগ্রহ আছেন। কায়স্থ দাস সরকার, দে সরকার, সরকার বংশধর এখনও এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

ভট্টনারায়ণ বংশীয় কুশারী গাইএর সাণ্ডিল্য গোত্রীয় কৃষ্ণদেব আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আদিশূর কর্তৃক এইগ্রামে আনিত বলিয়া কথিত আছে। ইঁহারা শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউর সেবাইত, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বংশীয়গণের শিষ্য। বর্ত্তমানে ঐ বংশীয় অধিকারী উপাধিধারী—শ্রীকানাইলাল বন্দোপাধ্যায় দেবশর্মন অধিকারী দীং আছেন। এতৎব্যতীত মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাইত শ্রীসুধীর চন্দ্র বেলিয়াল (গঙ্গোপাধ্যায় দীং) আছেন। বারেন্দ্র মৈত্র বংশীয় ব্রাহ্মণ কয়েকঘর এখানে আছেন। শ্রীমদন গোপালের ১২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছিল। বর্তমানে ভিটা, দীঘী, পুকুর, চাষের মোট অনুমান ১৫০ বিঘা জমি আছে।

বর্তমান কুলীনগ্রামের বাসিন্দাগণের এক আনুমানিক জন সংখ্যা যাহা সংগৃহীত হইয়াছে :—

		অনুমানিক জন সংখ্যা
কায়স্থ	২৫ ঘর	২০০
ব্রাহ্মণ	২০ ”	২৬০
উগ্রক্ষত্রিয়	৩ ”	৩০
যোগী	২ ”	১০
সদ্‌গোপ	১ ”	৫
বৈষ্ণব	৪ ”	১৫/১৬
মোদক	২ ”	১০
কলু	১ ”	৫
নাপিত	৩ ”	৩০
সাওতাল	১০০ ”	১০০০
কাওরা	১২ ”	৩০
ডুলে	১৫ ”	৫০
মুচি	১ ”	৫
কর্মকার	২ ”	৭
স্বর্ণকার	১ ”	১০
বাগদী	৮ ”	৪০
ভূমিজ	৩ ”	১৫
খয়রা	১৫ ”	৬০
ডোম	১৬ ”	৬০
মাল	৩ ”	১৫
সুত্রধর	৪ ”	২০

		আনুমানিক জন সংখ্যা
কুম্ভকার	১২ ”	১০০
তাম্বূলী	৭ ”	৭০
তিলি	৬ ”	৬০
মুসলমান	১৫ ”	১৫০

কুলীনগ্রামের বিভিন্ন পাড়া :—

১। কোলপাড়া ২। চাঁদপুর ৩। রাণাপাড়া ৪। কুলীন-গ্রাম ৫। বাগডাঙ্গা ৬। মিত্রপাড়া ৭। বসুচৌধুরীপাড়া ৮। অধিকারীপাড়া ৯। গোকুল।

এতদ্ব্যতীত দত্ত পাড়ায় বহু শিবমন্দির, হাইস্কুল প্রভৃতি আছে। এইগ্রামও কুলীনগ্রামের অংশবিশেষ। এখানে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার চণ্ডী-চরণ দত্ত মহাশয়ের বাস।

দত্তপাড়ায় উকীল প্যারীমোহন সোম হুগলীতে থাকিতেন। তাহার পুত্র পরমবৈষ্ণব গৌরহরি সোম এম, এ, বি, এল স্বদেশ সেবক ছিলেন। তিনি অবিবাহিত, সর্বদাই কৃষ্ণকথা-আলোচনা, গ্রন্থপাঠ ও সরল বৈষ্ণব-জীবনযাপন করিতেন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্যতম সহকর্মী বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ এই গ্রামের এক সুসন্তান ছিলেন। এখানে ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত এবং সোম বংশীয় কায়স্থগণের বাস।

এই গ্রামে :—

		আনুমানিক জন সংখ্যা
কায়স্থ	৪ ঘর	৫০
উগ্রক্ষত্রিয়	৩ ”	৫০

		আনুমানিক জন সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	১৫ ”	১৫০
নাপিত	২০ ”	১০০
ধোপা	১ ”	৫
ভূঞা	১৫ ”	৭৫
সাওতাল	৫ ”	৩০
বাউড়ি	১০ ”	৮০
হাড়ি	৫ ”	৫০
তুলে	২০ ”	৯০
সদ্‌গোপ	৫ ”	৫০
মুসলমান	৩০ ”	৩০০

এই সকল সংগ্রহে ভুল থাকিতে পারে। যথা সম্ভব অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই দেওয়া গেল।

মিত্র বংশের সুসন্তান ডাঃ ত্রিগুণেন্দ্র নাথ মিত্র ও তাঁহার সহোদর শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়গণ তাঁহাদের পিতামহ স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রচুর ব্যায়ে শ্রীদুর্গামণ্ডপ ও নাট্যমন্দির প্রভৃতি করিয়া গ্রামবাসী জনগণের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

এই গ্রামে মন্দির সংস্কারের জন্য একটি সমিতি আছে। তাহার পরিচালনায় উৎসাহী শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের দান সকলেই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেন। বর্তমান সম্পাদক শ্রীকমল কুমার সরকার।

কুলীনগ্রামে বড় বড় দীঘী পুষ্করিণী সকল গ্রামের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে।

খাঁ দীঘী (সত্যরাজ খাঁনের)	৪০ বিঘা
গোপাল দীঘী	৫৬ ”

শিবাদীঘী	৪০ বিঘা
গোপীনাথ দীঘী	১২ ”

এতদ্ব্যতীত বাঁধান ঘাটযুক্ত বহু বড় পুষ্করিণী আছে।

শ্রীগোপীনাথের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হওয়ায় বর্তমানে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীরামচন্দ্র বাগীশ মহাশয় কর্তৃক তাঁহার আলয়ে খড়ের ঘরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীগোপেশ্বর শিব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্দিরে শ্রীশিবলিঙ্গ বিগ্রহ ও শ্রীসত্যরাজ খাঁনের শিলা মূর্তি আছেন। মন্দিরটির একদিকে শ্রীগোপাল দীঘী ও অপরদিকে শিবা দীঘী রহিয়াছে। মন্দির সম্মুখে অতি প্রাচীন এক কেলিকদম্ব বৃক্ষ রহিয়াছে এবং সন্নিকটে রথের মেলাস্থান। শ্রীরঘুনাথ বিগ্রহ অষ্ট ধাতুর অর্ধমণ ওজনের, কয়েক বৎসর পূর্বে অপহৃত হইয়াছে। বসু রামানন্দের ভিটার বহির্বাটিতে প্রাচীন এক কেলিকদম্ব বৃক্ষতলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন, তৎস্থলে বেদীর ভগ্নাবশেষ আছে।

অনাদৃত বহু ভগ্ন মন্দির দেখিলাম। ভগ্নবাড়ী, দেউল প্রভৃতি দেখিয়া কালের অমোঘ গতি লক্ষ্য করিলাম। ঐতিহ্য রক্ষায় জাতির অমনোযোগ হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। এই স্থানে প্রাক্তন মুসলমান আমলে এক দুর্গ ছিল। কেহ কেহ বলেন উহা হুশেন শাহ্ কর্তৃক নির্মিত সৈন্যাবাস ছিল। মুসলমানগণের পরাজয়ের পর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজ নীলকরগণ উক্ত পরিখা বেষ্টিত স্থানটি দখল করিয়া দীর্ঘকাল নীল চাষের অত্যাচার চালাইয়াছে। কালপ্রবাহে ইংরেজ বিদায় হইয়াছে, বর্তমানে ঐ শতাধিক বিঘা উচ্চ ভূমিতে সাওতালগণ বাস করিতেছে। গঙ্গারামবাটি মৌজায় উক্ত দুর্গ-নীলকরগণের কুঠীর

ধ্বংসাবশেষকালের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কলিকাতার শ্রীশ্রীমদন-মোহন জিউর সেবাইত জমিদার মিত্র বাবুগণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-আশ্রমে বার্ষিক সেবা সাহায্য দিতেন। জমিদারী লোপ পাওয়ায় তাহা এখন বন্ধ হইয়াছে।

কালের গতি রুদ্ধ হইবার নহে। রাণাপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দির ঐ গ্রামের স্বর্গীয় বলাই চাঁদ নাথ খাঁ জমিদার মহাশয় সংস্কার করিয়াছিলেন। বর্তমান সেবাইত শ্রীপার্বতীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী দীং।

কুলীনগ্রামে ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষিত অর্থাৎ ক্ষাত্র স্বভাবের কায়স্থগণ উগ্র ক্ষত্রিয়, ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, গোপ, তাম্বুলী, সাওতাল ও ডোম প্রভৃতি জাতির লোকগণ এক সময় যোদ্ধা জাতীয় বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন কিন্তু বিমল বৈষ্ণব-ভক্তির প্রবাহে অবগাহন পূর্বক তাঁহারা বৈষ্ণব ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এবং শ্রীল হরিদাসের প্রচারিত প্রেমধর্ম অনুশীলনেও বিমল আনন্দলাভ করিতেছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

নামাচার্যং প্রভুংবন্দে শ্রীহরিদাস-ঠক্কুরম্।
যস্যানুগ্রহমাত্রেণ শ্রীনাম্নি জায়তে রতিঃ॥

"হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥"

বৈষ্ণব বন্দনা—দেবকীনন্দন দাস।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রাক্তন যশোহর জেলার দত্তপুকুর রেলষ্টেশনের অদূরে বুঢ়ন গ্রামে এক মুসলমান গৃহে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই এই মহাপুরুষ শ্রীহরিনাম পরায়ণ ছিলেন। ক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীহরিনাম করিতে আরম্ভ করেন। বেনাপোলের নিকট তিনি ভজন কুটীর নির্মাণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খাঁন ঠাকুরের ভজন বিঘ্ন মানসে এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার নিকট পাঠান। ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে সেই রমণী সমস্ত অর্থবিত্ত বিলাইয়া দিয়া পরমা বৈষ্ণবী হইলেন। ঠাকুর পরে—সপ্তগ্রাম, চাঁদপুর, নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর এবং বেনাপোলে থাকিয়া ভজনান্তে ফুলিয়ায় একান্তে ভজন কুটীরে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন আরম্ভ করেন। জহুরী জহরের মূল্য বুঝেন। শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঠাকুর হরিদাসের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাকে সর্বাগ্রে শ্রাদ্ধ পাত্র দানে বৈষ্ণব সম্মান প্রদর্শন করেন। হরিদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভ করিয়া শ্রীহরিনাম প্রচারের

শ্রীনামাচার্য আখ্যাপ্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম নাটক অভিনয়ে শ্রীমায়াপুরস্থ আচার্য চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরুক্মিণীবেশে নৃত্যাভিনয় দ্বারা দর্শকগণের পরম বিস্ময় সৃষ্টি করেন। হরিদাস ঐ নাটকে কোটালের অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর ঠাকুর শ্রীমায়াপুর পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি কুলীনগ্রামে রামানন্দ বসু, পুরন্দর খাঁ প্রভৃতিকে কৃপা করেন এবং শ্রীপাট কুলীনগ্রামে বর্তমান গঙ্গারামবাটি মৌজায় যে স্থানে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহাই **"শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম"** বলিয়া পরিচিত। ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করায় তৎকালীন যবন রাজকর্মচারিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া গৌড়-সম্রাট হুশেন শাহের অধীনস্থ গোরাই কাজীর নিকট অভিযোগ করে—

"ফুলিয়াতে হরিদাস নামে একজন।
হিন্দুয়ানি-কার্য করে হইয়া যবন॥
আখের খাইল লোকে হৈল উপহাস।
ক্রমশঃ যবন-ধর্ম হইবে বিনাশ॥" চৈঃ ভাঃ

কাজী বহু উপদেশ নির্দেশ দিয়াও ঠাকুরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া হুশেন শাহের দরবারে অভিযোগ করিলেন। বিচার আরম্ভ হইল, হরিদাসকে বলা হইল—

"যবন হইয়া কেন হরিনাম গাও?
নিজ দেশ ছাড়ি, কেন পরদেশ যাও?
আপনার ধর্ম কর, আল্লা আল্লা বল।
ভেস্ত ছাড়ি' দোজকেতে কিবা লোভে চল॥"
চৈঃ ভাঃ

বিচারকগণের এই কঠোর নির্দেশ তিনি না মানিয়া বলিলেন—

"সর্বলোক সেই ঈশ্বর সন্তান।
অজ্ঞ নরে ভেদ করে হিন্দু মুসলমান॥"

বিচারকমণ্ডলী ক্রুদ্ধ। তাহাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া ভক্তবর শ্রীহরিদাস শ্রীপ্রহ্লাদের মতই বীর বিক্রমে ঘোষণা করিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

(চৈঃ ভাঃ)

বিচারকমণ্ডলী বিচার প্রহসনে আদেশ জারি করিলেন—হরিদাসের মৃত্যুদণ্ড। ক্রমে শহরের ২২টি বাজারে প্রচণ্ড বেত্রাঘাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল। তথাপি সেই বদনের ঔজ্জ্বল্য কিছু মাত্র হীন হয় নাই। বেত্রাঘাতকারী যবনগণ প্রমাদ গণিলে ঠাকুর মৌন হইলেন। পাছে গোর দিলে তাহার সদ্গতি হয়—এই ভয়ে হরিদাসকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইল। শ্রীনৃসিংহদেবের মত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরীক্ষে ভক্তপ্রবরের বেদনা নিজে গ্রহণ করিলেন। এত নির্যাতনেও শ্রীহরিদাসের মৃত্যু না হওয়ায় দেশব্যাপী তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইল। ঠাকুর ঘাতকগণকে ক্ষমা করিয়া জগতে অত্যদ্ভুত দয়ার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঠাকুর—সপ্তগ্রামে ভূম্যধিকারী শ্রীহিরণ্য-গোবর্ধন দাস মহাশয়গণের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব মজুমদারগণের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য ও শ্রীল যদুনন্দন আচার্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কৃপাপাত্র। তিনি যে স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন তথায়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিপুল প্রেরণায় প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে বাস আরম্ভ করিলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নীলাচলে বাস করিতে থাকেন এবং প্রতিদিন তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্তন, জপাদি করিয়া নামাচার্যের লীলা প্রকাশ করেন। শাস্ত্র বলেন,—গোবৎস হরণকারী ব্রহ্মা শাপভ্রষ্ট হইয়া যবনকুলে (ব্রহ্ম হরিদাস) শ্রীহরিদাস রূপে আবির্ভূত হন এবং অভিন্ন শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিতবিগ্রহ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম লাভে শাপবিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করেন।

বৃদ্ধ হরিদাস কায়মনোবাক্যে গৌর-কৃষ্ণসেবা সুখ স্বাভিলাষ সহ অপ্রকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন:—

"হৃদয়ে-ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিনু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥" চৈঃ চঃ

* * * * *

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলা॥
স্ব-হৃদয়ে—আনি ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ।"

নামাচার্য শ্রীভীষ্মদেবের মত দেহ পরিত্যাগ করিলেন, ঠাকুরকে বেড়িয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ সহ কীর্তন করিলেন এবং বিমানে

চড়াইয়া সমুদ্র স্নান করাইলেন অবশেষে সেই পূত দেহ স্বয়ং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সমাধিস্থ করিলেন। পুরীধামে স্বর্গ-দ্বারে শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দির বৈষ্ণবগণ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ হরিদাসের বিরহ-মহোৎসব জন্য সিংহদ্বারে— শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পসারিগণের নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

"সিংহদ্বারে-আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই॥"

অদ্যাপিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বিরহ-স্মৃতি-উৎসবে ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের বিজয়-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। অদ্যাপিও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি প্রাঙ্গনে মহামহোৎসব হইয়া আসিতেছে। দেশ-বিদেশে সহস্র সহস্র ভক্তগণ ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুরের বিজয় তিথি ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী (অনন্ত চতুর্দ্দশী)।

"নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত যঃ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।১)

যে যুগে শ্রীল হরিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময় দেশ মুসলমান সম্রাটগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিচালনায় হিন্দুর জীবন বিপন্নপ্রায় ছিল।

ঐতিহাসিক টডের মতে মুসলমান সম্রাট বাবর প্রথম তম্‌খা করের পরিবর্তে "জিজিয়া কর" হিন্দুগণের উপর ধার্য করেন। বাবরের পূর্বেই আলাউদ্দিন ঐ কর প্রবর্তন করেন বলিয়া জানা যায়। কে যে প্রথম হিন্দু বিদ্বেষের চিহ্ন "জিজিয়া কর" ধার্য করিয়া-

ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শমসি সিরাজ লিখিত গ্রন্থে আছে, সম্রাট ফিরোজ শাহ নির্মমভাবে হিন্দুগণের উপর 'জিজিয়া কর' ধার্য করেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে মাথাপ্রতি বাৎসরিক ৪০'০০ টাকা, মধ্যম শ্রেণীর ২০'০০ টাকা, নিম্নশ্রেণীর ১০'০০ টাকা করিয়া কর নিজদিগকে বহন করিয়া আদায়কারী মুসলমান বাদশাহী কর্মচারী-গণকে বুঝাইয়া দিতে হইত। মহামতী আকবর শাহ তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে এই কর বন্ধ করেন কিন্তু চরম হিন্দুবিদ্বেষী আওরঙ্গজেব উহা অধিকতর নিষ্ঠুরতার সহিত পুনঃ প্রবর্তন করেন। আকবর ভিন্ন কোন মুসলমান নরপতি হিন্দু নির্যাতন করেন নাই বা মন্দির ভঙ্গ করেন নাই তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এমনকি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহও হিন্দুমন্দির ধ্বংস, জোর করিয়া ধর্মান্তর করণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার উড়িষ্যা আক্রমণ-কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবিগ্রহ চিল্কাহ্রদের গুহায় রাখা হইয়াছিল। ইতিহাসের "কালাপাহাড়" আজিও ভীতিপ্রদ। এমনই দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আসমুদ্র হিমাচল পশ্চিম হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক ঠাকুর শ্রীল হরিদাস নামাচার্যরূপে ভগবানের মধুর নাম আচার প্রচার করিয়া অভূতপূর্ব আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদাঙ্কপূত পবিত্র ভজনস্থলী গঙ্গারাম বাটীস্থিত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আশ্রম সকলেরই দর্শনীয়।

জয় নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জয়।

সমাপ্ত